

রুপাই
জসীমউদ্দীন

প্রশ্ন -০১ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পল্লিগ্রামের পিতৃহীন এক দুরন্ত বালক ছমির শেখ। ফসল বোনার ওস্তাদিতে দশগ্রামে তার সুনাম আছে। বন্যা-খরা তথা গ্রামের শত বিপদে বৃক্ষের ছায়ার মতো তাকে সবাই কাছে পায়। যাত্রাপালার অভিনয়ে তার জুড়িমেলা ভার। গ্রামের সবাই তাকে স্নেহ করে; যেমন প্রকৃতি করে গ্রামকে।

- (ক) চাষির ছেলের ‘গা-খানি’ দেখতে কেমন? ১
- (খ) “চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়”-চরণটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
- (গ) উদ্দীপক ও ‘রুপাই’ কবিতার আলোকে তোমার দেখা কোনো পল্লি গ্রামের বর্ণনা দাও। ৩
- (ঘ) ‘উদ্দীপকটি রুপাই কবিতার খংশ মাত্র’-যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

- (ক) চাষির ছেলের ‘গা-খানি’ শাওন মাসের তমাল তরুর মতো।
- (খ) “চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়”- চরণটিতে কবি চাষির ছেলের কৃতিত্বকে তুলে ধরেছেন। আমাদের দেশের কৃষকের শরীরের রং রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায়। এই কৃষকই কঠোর শ্রমে ফসল ফলায়, মুখের অন্ন জোগায়। এই কালো কৃষকই পৃথিবীর সবকিছু জয় করেছে। অর্থাৎ কবির মতে, কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়।
- (গ) পল্লি গ্রামের বর্ণনার দিক দিয়ে উদ্দীপক, রুপাই কবিতা ও আমার দেখা গ্রাম সমার্থক হয়ে উঠেছে। ‘রুপাই’ কবিতায় চাষার ছেলে রুপাইয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি গ্রামের বিভিন্ন উপাদান যেমন কচি ধানের চারা, জালি লাউয়ের ডগা, নবীন তৃণের ছায়া, জারি গান, রঙিন ফুল ইত্যাদি প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরেছেন। রুপময় সৌন্দর্যের আঁধার একটি গ্রামেই রুপাইয়ের বেড়ে ওঠা। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো ভ্রমর, কাঁচা ধানের পাতা এবং কচি মুখের মায়্যাবী কৃষককে আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই। উদ্দীপকে পল্লিগ্রামের দুরন্ত বালক ছমির শেখের ছেলের কথা বলা হয়েছে। ফসল বোনাতে সে ওস্তাদ। বন্যা-খরা কিংবা গ্রামের শত বিপদে বৃক্ষের ছায়ার মতো সবাই তাকে কাছে পায়। যাত্রাপালার অভিনয়েও সে দক্ষ। প্রকৃতি গ্রামটিকে যেমন স্নেহ করে গ্রামের সবাই তাকে তেমনি স্নেহ করে। উদ্দীপক ও কবিতায় পল্লিগ্রামের বর্ণনার পাশাপাশি আমার গ্রামের দৃশ্যটিও তুলে ধরুন। সেখানে বিল-পুকুরে মাছ ধরার দৃশ্য, গরুর পাল নিয়ে কৃষকের মাঠে যাওয়া, শীতের উঠানে বসে মুড়ি-মুড়কি খাওয়া, বিকেলে খেলার মাঠে উত্তেজনাকর ফুটবল খেলা ইত্যাদি আমার গ্রামের চিরচেনা দৃশ্য। সবমিলিয়ে এ দেশটি আমাদের মায়ের মতো।
- (ঘ) উদ্দীপকের দুরন্ত বালক ছমির শেখের সাথে চাষার ছেলে রুপাইয়ের মিল থাকলেও উদ্দীপকটি রুপাই কবিতার খংশ মাত্র। ‘রুপাই’ কবিতায় কবি গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি, কৃষকের রূপ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। গ্রাম বাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো ভ্রমর, রঙিন ফুল, কাঁচা ধানের পাতা, লাউয়ের কচি ডগা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করেছেন। একটি বাস্তব সত্য তিনি তার কবিতায় তুলে ধরেছেন সেটি হলো কৃষকের অবদান। যে কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এই পৃথিবীর সবকিছু জয় করেছে কৃষক। উদ্দীপকে পল্লির দুরন্ত বালক ছমির শেখের কথা বলা হয়। ফসল বোনা, বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, যাত্রাপালার অভিনয়ে সে দক্ষ। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে সে সবার স্নেহ-ভালোবাসা নিয়ে বড় হচ্ছে। উদ্দীপকের আলোচনা ছমির শেখকে ঘিরেই। সেই সাথে প্রকাশিত হয়েছে তার গুণাবলি কিন্তু রুপাই কবিতায় রুপাইয়ের কৃতিত্বই শুধু নয় কৃষকের অবদান, পল্লি প্রকৃতি ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় উদ্দীপকটি রুপাই কবিতার খংশ মাত্র।

প্রশ্ন -০২ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সজল স্কুলের সেরা ছাত্র। সে যেমন পড়াশোনায় ভালো তেমনি খেলাধুলায়। সজল ভালো ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু তার চেহারা খুবই খারাপ। গায়ের রং যেমন কালো তেমনি বিশাল তার দেহ। দুষ্ট ছেলেরা তাকে কসাই বলে ডাকে। স্যারেরা ডাকে কালোমানিক নামে।

- (ক) রুপাইয়ের বাছ কীসের মতো সুরু? ১
- (খ) ‘কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়্যা।’ -বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- (গ) উদ্দীপকের সাথে ‘রুপাই’ কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
- (ঘ) ‘কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কীসের রঙিন ফুল!’ কথাটি উদ্দীপক ও রুপাই কবিতার মূল কথা- যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কর। ৪

উত্তর

- (ক) রুপাইয়ের বাহু জালি লাউয়ের ডগার মতো সরু।
- (খ) ‘কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়্যা’ কথাটি চাষার ছেলের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।
‘রুপাই’ কবিতায় জসীমউদ্দীন গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি ও কৃষকের রূপ অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাছে গাঁয়ের চাষার ছেলের কচি-মুখের মায়্যা কাঁচা ধানের পাতার মতো মনে হয়েছে। কালো একটি ছেলের চেহারাও কবির কাছে মায়্যাবি বলে মনে হয়েছে।
- (গ) চেহারা খারাপ হলেও গুণের কারণে মানুষের প্রিয় হওয়ার দিক দিয়ে উদ্দীপক ও ‘রুপাই’ কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
‘রুপাই’ কবিতায় চাষার ছেলে রুপাই। কবিতায় সে কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। রোদে পুড়ে কৃষকের শরীরের রং কালো হয়ে যায়। কালো রঙের এই রুপাই তার কাজে এতটাই দক্ষ যে কবিতায় তাকে কালোর বেটা বলা হয়েছে। তার আচরণ সবার বুক জুড়িয়ে যায়। খেলার সাথিরা খেলার সময় তাকে নিয়েই টানাটানি করে। তার জারি গানের কণ্ঠ শুনে সবাই মাতোয়ারা। রুপাইয়ের জন্য একদিন পুরো গাঁ নামিদামি হয়ে উঠবে।
উদ্দীপকের সজলও সেরা ছাত্র। পড়াশোনা, খেলাধুলায় সে ভালো, ভালো ছবিও আঁকতে পারে সে। তাঁর গায়ের রং ছিল কালো। স্যারেরা তাকে কালোমানিক নামে ডাকেন। কবিতায় রুপাইয়ের মতো সে কালো হলেও সে ছিল মেধাবী। সজল কিংবা রুপাই দুজনেই গুণবান। গুণের জন্য সবাই তাদের পছন্দ করে। শরীরের রং তাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই উদ্দীপক ও রুপাই কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
- (ঘ) ‘কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!- কথাটি উদ্দীপক ও ‘রুপাই’ কবিতার মূলকথা- উক্তিটি যথার্থ।
‘রুপাই’ কবিতায় গাঁয়ের চাষার ছেলে রুপাইয়ের দেহগত সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। কবির মতে, রুপাই কালো হলেও সেই আমাদের বন্ধু, সেই আমাদের আপনজন। রুপাইয়ের কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়ার কাছে রঙিন ফুলও হার মানে। রঙিন ফুলও নিতান্ত তুচ্ছ। কালো বরণ রুপাইয়ের গুণের শেষ নেই। সে সবার চোখ জুড়িয়েছে। তার নামেই পুরো গাঁ নামিদামি হয়ে উঠবে।
উদ্দীপকের সজলও স্কুলের সেরা ছাত্র এবং পড়াশোনায় যেমন ভালো তেমনি খেলাধুলায়। ভালো ছবিও আঁকতে পারে সে। যদিও তার চেহারা খুব খারাপ। গায়ের রং কালো ও বিশালদেহি।
‘রুপাই’ কবিতার রুপাই ও উদ্দীপকের সজল উভয়ে কালো চেহারার অধিকারী। কিন্তু তাদের মাঝে আছে বহুগুণ ও প্রতিভা। যে গুণের জন্য তারা সবার প্রিয়। চেহারা তাদের খারাপ হলেও তা তাদের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন -০৩ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গ্রামে কবিগান হচ্ছে। প্রথম কবিয়াল কালোর পক্ষ নিয়েছে। দ্বিতীয় নিয়েছে সাদার পক্ষ। দ্বিতীয় কবিয়াল কালোর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলল। বলল, কালো মন্দের প্রতীক। কালো মানে সব খারাপ। কালোর পক্ষ নেওয়া প্রথম কবিয়াল কালো সম্পর্কে বলল, চোখ কালো, বইয়ের লেখা, কেতাব, কোরআন, মৃত্যু-জন্ম সব কালো। শেষে প্রথম কবিয়াল বলল, কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে?

- (ক) জসীমউদ্দীনের গ্রামের নাম কী? ১
- (খ) ‘রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।’ কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- (গ) উদ্দীপকের প্রথম কবিয়াল কালোর যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে ‘রুপাই’ কবিতার রুপাইয়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে- ব্যাখ্যা কর। ৩
- (ঘ) “গায়ের রং নয়, মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে।”- কথাটি রুপাই কবিতা ও উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

- (ক) জসীমউদ্দীনের গ্রামের নাম ‘তাম্বুলখানা’।
- (খ) ‘রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার’ কথাটির মধ্যদিয়ে চাষার ছেলে রুপাইয়ের কৃতিত্ব তুলে ধরা হয়েছে।
রুপাই কবিতায় কবি বলেছেন, সোনা দিয়ে যে সোনার গহনা বানায় তার কীসের গর্ব। কিন্তু সে রং পেলে রামধনুকের হার গড়ে দিতে পারে। রুপাই সম্পর্কে কবির এই ধারণা রুপাইকে মহিমান্বিত করেছে।
- (গ) উদ্দীপকের প্রথম কবিয়াল কালোর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে ‘রুপাই’ কবিতার রুপাইয়ের গুণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।
‘রুপাই’ কবিতায় রুপাই এক চাষার ছেলে, দেখতে কালো। কিন্তু তার গুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে কবি তাকে আরো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, কালো-বরণ চাষির ছেলে সবার বুক জুড়ায়। সে সবার প্রিয় তাই খেলার দলে তাকে পক্ষে নেওয়ার জন্য সবাই টানাটানি করে। তার জারি গানের সুর সবাইকে মুগ্ধ করে। বুড়োর তাকে পাগাল লোহা বলে। তার মতো বাপের বেটা কেউ দেখেনি। তার কারণেই গ্রাম একদিন উজ্জ্বল হবে। সুনাম ছড়িয়ে পড়বে।
উদ্দীপকেও দেখা যায়, কালোর পক্ষ নেওয়া প্রথম কবিয়াল কালো সম্পর্কে বলল, চোখ কালো, বইয়ের লেখা, কেতাব, কোরআন, মৃত্যু-জন্ম সব কালো। শেষে বলল, কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেন? অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রথম কবিয়াল কালোর যে বর্ণনা দিয়েছেন- তা ‘রুপাই’ কবিতার রুপাইয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। রুপাই কালো হলেও সে কালো ভ্রমরের মতোই সবার প্রিয়। রুপাই এতটাই করিৎকর্মা যে রং পেলে রামধনুকের হার গড়ে দিতে পারে। গ্রামের সামান্য চাষির ছেলে কবির বর্ণনায় তাই অসামান্য হয়ে উঠেছে।

(ঘ) “গায়ের রং নয়, মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে।” উক্তিটি যথার্থ।

‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই এক অনবদ্য চরিত্র। চাষার ছেলে তার চেহারা কালো হওয়ার পরও সবার অতিপ্রিয়। তার সুন্দর ব্যবহার। সুন্দর গানের সুর সবার মন জয় করেছে। সে হয়ে উঠেছে বাপের ব্যাটা। এমন গুণবান ছেলে যেন কেউ কোথাও দেখিনি। সে অচিরেই গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে এবং গ্রামটি হয়ে উঠবে নামিদামি।

উদ্দীপকে কবিগানের পালায় সাদা-কালো নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। সেখানে সাদার পক্ষে যুক্তি থাকলেও কালোর পক্ষের যুক্তি বেশি জোরালো হয়ে উঠেছে। কালো যদি মন্দ হবে তবে কেশ পাকলে কাঁদো কেন? এই উক্তির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় কালোকে পরিহার করা সম্ভব নয়। বরং কালোই জগতের আলো।

উদ্দীপকে কবিগানের বিতর্কে কালো যেমন জয়যুক্ত হয়েছে তেমনি কবিতার রূপাই তার কালো মুখেই রঙিন ফুলকেও হার মানিয়েছে। কাজেই একথা সচেতনভাবেই বলা যায় যে, গায়ের রং নয়, মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তার কর্মে।

প্রশ্ন -০৪ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অফিসের পিয়ন কামাল খুব বুদ্ধিমান। সে সারাদিন কাজে ফাঁকি দেয়। সে দেখতে সুন্দর কিন্তু খুবই হিংসুটে। অফিসের বড় সাহেব যা বলে তা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু অফিসের অন্য কারো কথা সে শোনে না। অফিসের সব গোপন কথা সে বড় সাহেবের কাছে বলে। এজন্য সবাই তাকে অপছন্দ করলে ও বড় সাহেব তার প্রশংসা করেন।

- | | |
|--|---|
| (ক) ‘নকসী কাঁথার মাঠ’ কী ধরনের কাব্য? | ১ |
| (খ) ‘শাল-সুন্দি-বেত’- বলতে কী বোঝানো হয়েছে? | ২ |
| (গ) উদ্দীপকের সাথে রূপাই কবিতার বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| (ঘ) “উদ্দীপকের কামাল রূপাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র”- কথাটির সত্যতা যাচাই কর। | ৪ |

উত্তর

(ক) ‘নকসী কাঁথার মাঠ’ কাহিনিকাব্য।

(খ) ‘রূপাই’ কবিতায় রূপাইকে শাল-সুন্দি-বেতের মতো উপকারী বলা হয়েছে।

শাল অর্থ শালগাছ বা মূল্যবান কাঠ। সুন্দি অর্থ শ্বেতপদ্ম। আর বেত দিয়ে তৈরি হয় নানা উপকরণ। রূপাইকে শাল-সুন্দি, বেতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই উক্ত চরণটি দ্বারা রূপাই কবিতায় রূপাইয়ের উপকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

(গ) উদ্দীপকের সাথে ‘রূপাই’ কবিতার রূপাইয়ের জনপ্রিয়তা বিবেচনায় উদ্দীপকের কামালের বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়।

‘রূপাই’ কবিতায় রূপাইকে সবাই ভালোবাসে। খেলার সাথিরা রূপাইকে নিয়ে টানাটানি করে। জারির গানের গলায় সবাই মুগ্ধ। শাল-সুন্দি বেতের মতো সে সবার কাজে লাগে। কালো হলেও সে সবার মন ভুলিয়েছে। মন জয় করেছে। রূপাইয়ের মতো বাপের বেটা কেউ যেন কখনো দেখিনি। উদ্দীপকের কামাল কাজে ফাঁকি দেয়। দেখতে সে সুন্দর হলেও খুব হিংসুটে। অফিসের বড় সাহেবের কথা শুনলেও সে আর কারো কথা শোনে না। অফিসের সব গোপন কথা বড় সাহেবকে বলে তাই সে সবার অপ্রিয়। যদিও বড় সাহেব তার প্রশংসা করেন। কিন্তু রূপাই, সবার কাছে খুব জনপ্রিয়। তাই জনপ্রিয়তা বিবেচনায় উদ্দীপকের কামালের সাথে কবিতায় রূপাইয়ের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

(ঘ) “উদ্দীপকের কামাল রূপাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র।”- কথাটি যুক্তিযুক্ত।

‘রূপাই’ কবিতায় রূপাই একজন চাষার ছেলে। তার গায়ের রং কালো। কিন্তু তার গুণে মুগ্ধ পুরো এলাকাবাসী। গায়ের মানুষ যেন এমন বাপের বেটা আর দেখিনি। এই কালো ছেলেটিই সবার মন জয় করেছে। কারণ সে সকল কাজের কাজি। গায়ের লোকেরা মনে করে এই ছেলেটির কারণেই এই গায়ের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

উদ্দীপকের পিয়ন কামাল ধূর্ত প্রকৃতির। সে সবার স্নেহ-ভালোবাসা প্রত্যাশা করে না। সে শুধু তার চাকরি দাতা বড় সাহেবের কথা মেনে চলে। সকলের দোষত্রুটি বড় সাহেবের নিকট তুলে ধরে। সবাই তাকে অপছন্দ করে। তার চেহারা সুন্দর হলেও তার ব্যবহার ভালো না হওয়ায় সে সবার অপ্রিয়। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উদ্দীপকের কামাল রূপাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র।

প্রশ্ন -০৫ ▶ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শাহাদাত ভালো লাঠি খেলোয়াড়। এলাকায় তার সুনাম আছে। লাঠি খেলার পাশাপাশি সে ভালো কুস্তিও খেলে। তার শরীরে যেমন শক্তি তেমনি তার ভয়ঙ্কর চেহারা। তার চেহারা দেখেই প্রতিপক্ষ হতাশ হয়ে পড়ে। এমন কোনো কাজ নেই যা শাহাদাত পারে না। ভালো খারাপ সব কাজই সে করে টাকার বিনিময়ে।

(ক) জসীমউদ্দীন রচিত উপন্যাসের নাম কী?

(খ) 'আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী' কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

২

(গ) উদ্দীপকের সাথে রূপাই কবিতার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য যুক্তি দিয়ে দেখাও।

৩

(ঘ) "উদ্দীপকের শাহাদাত রূপাই কবিতার রূপাইর মতো নামি-দামি হলেও রূপাই কবিতার মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়নি।" কথাটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

উত্তর

(ক) জসীমউদ্দীন রচিত উপন্যাসের নাম 'বোবা কাহিনি'।

(খ) "আখড়াতে তার, বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী"- কথাটির মধ্যদিয়ে রূপাইয়ের বীরত্বের কথা বলা হয়েছে।

লাঠিয়াল, পালায় রূপাই ছিল সবার সেরা। তাই আখড়ার সবাই তার লাঠিটাকে সম্মান করে। সে সম্মানটি মূলত রূপাইর নিজেরই।

(গ) লাঠি খেলায় পারদর্শিতা ও ন্যায়নীতির দিক দিয়ে উদ্দীপক ও রূপাই কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে।

'রূপাই' কবিতায় রূপাই লাঠি খেলায় ওস্তাদ। তার সাথে কেউ পেরে ওঠে না। এজন্য আখড়ায় সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখে তার বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য। লেখক নিজেই বলেছেন- এমন বাপের বেটা কেউ কখনো দেখিনি।

উদ্দীপকের শাহাদাত ভালো লাঠি খেলোয়ার। কুস্তিতেও সে ভালো। তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে প্রতিপক্ষ ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার ভেতর ন্যায় অন্যায়বোধ নেই। সে টাকার জন্য সব করতে পারে। লাঠি খেলায় পারদর্শিতার দিক দিয়ে রূপাইয়ের সাথে শাহাদাতের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু রূপাই শাহাদাতের মতো লোভী নয়। আবার রূপাইয়ের চেহারা মায়াবী কিন্তু শাহাদাতের চেহারা ভয়ঙ্কর যা দেখে অন্যরা ভীত বা হতাশ হয়ে পড়ে। তাই উদ্দীপকের শাহাদাতের সাথে রূপাইয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে।

(ঘ) "শাহাদাত 'রূপাই' কবিতার রূপাইয়ের মতো নামিদামি হলেও- 'রূপাই' কবিতার মূল বক্তব্য উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি"- কথাটি যথার্থ।

'রূপাই' কবিতায় রূপাই তার সুন্দর ব্যবহার পরোপকার ও বীরত্বের জন্য সবার প্রিয়। মুরব্বি লোকেরা বলে, ছেলে না, ও যেন পাগাল লোহা। যেকোনো কাজেই সে দক্ষ। তার ন্যায়নীতিবোধের জন্য সে সকলের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্দীপকের শাহাদাত লাঠি ও কুস্তি খেলায় পারদর্শী। এ ব্যাপারে তার সুনাম রয়েছে। শাহাদাত সব কাজ করতে পারে। টাকায় বিনিময়ে সে ভালোকাজ খারাপকাজ সবই করে। 'রূপাই' কবিতায় রূপাই শুধু একটি চাষা পরিবারের সন্তান না। সে দিন দিন কৃষক সমাজের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে সে বেড়ে উঠেছে। কবিতায় গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি কৃষকের রূপ ও কর্মোভোগ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে কালো, ভ্রমর, রঙিন ফুল, কাঁচা ধানের পাতা, কচি মুখের মায়াবী রূপ ইত্যাদি উপমা ও উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। কবি অপরিসীম দক্ষতায় নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু শাহাদাত প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে। তাই 'রূপাই' কবিতার মূল বক্তব্য উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

০১। 'রূপাই' কবিতা কে লিখেছেন?

ক কাজী নজরুল ইসলাম

খ কবি জসীমউদ্দীন

গ কবি জীবনানন্দ দাশ

ঘ কবি ফররুখ আহমদ

০২। কবি জসীমউদ্দীন কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

ক ১৯০৩

খ ১৯১০

গ ১৯৩৩

ঘ ১৯৩৫

০৩। কবি জসীমউদ্দীন কত খ্রিষ্টাব্দে এমএ পাস করেন?

ক ১৯২০

খ ১৯৩১

গ ১৯৩৪

ঘ ১৯৩৫

০৪। জসীমউদ্দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করেন?

ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়

গ করাচি বিশ্ববিদ্যালয়

ঘ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

০৫। জসীমউদ্দীন কত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন?

ক ১০ বছর

খ ৫ বছর

গ ১৫ বছর

ঘ ১২ বছর

০৬। জসীমউদ্দীন সরকারের কোন বিভাগে উচ্চ পদে যোগ দেন?

ক তথ্য ও প্রচার বিভাগ

খ সংস্কৃতি ও তথ্য বিভাগ

গ যোগাযোগ ও তথ্য বিভাগ

ঘ প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগ

০৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় কোন কবিতাটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়?

ক রূপাই

খ কবর

গ মুক্তিযোদ্ধা

ঘ আসমানি

০৮। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কোন ধরনের রচনা?

ক উপন্যাস

খ নাটক

গ কাহিনিকাব্য

ঘ ছোটগল্প

০৯। 'রাখালি' কার লেখা কাব্যগ্রন্থ?

- ক কবি জসীমউদ্দীন খ কবি শামসুর রাহমান গ কবি আল মাহমুদ ঘ কবি সৈয়দ শামসুল হক
- ১০। জসীমউদ্দীন রচিত নাটক কোনটি?
ক নীলদর্পণ খ ভ্রান্তিবিলাস গ বেদের মেয়ে ঘ কৃষ্ণকুমারী
- ১১। ‘রঙিলা নায়ের মাঝি’ কোন ধরনের রচনা?
ক কাব্য খ উপন্যাস গ গীতি কবিতা ঘ গানের সংকলন
- ১২। কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জসীমউদ্দীন সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন?
ক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়
- ১৩। জসীমউদ্দীন কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ১৯৭৬ খ ১৯৭০ গ ১৯৮০ ঘ ১৯৭৩
- ১৪। জসীমউদ্দীনের লেখা শিশুতোষ গ্রন্থ—
র. হাসু রর. রাখালি ররর. ডালিম কুমার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর
- ১৫। কবি জসীমউদ্দীন সরকারের উচ্চপদে যোগ দেন—
র. সরকারের তথ্য বিভাগে রর. সরকারের প্রচার বিভাগে ররর. সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর
- ১৬। জসীমউদ্দীনের লেখা কাহিনি কাব্য—
র. বোবা কাহিনি রর. নস্রী কাঁথার মাঠ ররর. সোজন বাদিয়ার ঘাট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর
- ১৭। কবি জসীমউদ্দীন পদক পেয়েছেন—
র. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট ডিগ্রি রর. বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক
ররর. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক র ও রর খ র ও ররর গ রর ও ররর ঘ র, রর ও ররর
- ১৮। রূপাই কার ছেলে?
ক চাষার ছেলে খ বেদের ছেলে গ ধনীর ছেলে ঘ কুমোরের ছেলে
- ১৯। চাষার ছেলের মাথার চুল কেমন ছিল?
ক কঁকড়ানো খ খাট গ লম্বা ঘ কালো
- ২০। ‘রূপাই’ কবিতায় ভ্রমর কেমন?
ক কালো খ লাল গ নীল ঘ হলুদ
- ২১। কচি মুখের মায়ী কীরূপ?
ক ফুলের পাপড়ির মতো খ শরতের শেফালির মতো গ কাঁচা ধানের পাতার মতো ঘ লাল-নীল প্রজাপতির মতো
- ২২। ‘রূপাই’ কবিতায় কীসের ছায়া মাথিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে?
ক নবীন তৃণের ছায়া খ বট বৃক্ষের ছায়া গ বন-বনানীর ছায়া ঘ নবীন ধানের ছায়া
- ২৩। বাহু দুখান কীসের মতো সরু?
ক গাছের সরু শাখার মতো খ জালি লাউয়ের ডগার মতো গ সজনে ডাঁটার মতো ঘ জালি কুমড়ার ডগার মতো
- ২৪। কার বাহু দুখান লাউয়ের ডগার মতো সরু?
ক গায়ের চাষা খ খেলার সাথির গ চাষার ছেলের ঘ গায়ের ছেলের
- ২৫। ‘রূপাই’ কবিতার গা খানি কীসের মতো?

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ক তমাল তরুর মতো | খ হিজল তমালের মতো | গ কল্পতরুর মতো | ঘ পদ্মপাতার মতো |
| ২৬। বাদল-ধোয়া মেঘে কী মাখিয়ে দিয়েছে? | | | |
| ক মধু | খ তেল | গ সুগন্ধ | ঘ কাদা |
| ২৭। 'রূপাই' কবিতায় কে পিছলে পড়ে? | | | |
| ক রূপাই | খ চাষা | গ বিজলি মেয়ে | ঘ চাষার ছেলে |
| ২৮। বিজলি মেয়ে কী ছড়ায়? | | | |
| ক আলোর খেল | খ হাসি | গ লালিমা | ঘ মুক্তো |
| ২৯। কচি ধানের চারা কে তুলে? | | | |
| ক রূপাই | খ চাষি | গ চাষির ছেলে | ঘ চাষির বউ |
| ৩০। 'রূপাই' কবিতায় রূপাইয়ের মুখে কতকটা কী জড়িয়ে গেছে? | | | |
| ক কান্না | খ বেদনা | গ হাসি | ঘ আনন্দ |
| ৩১। 'রূপাই' কবিতায় কী দিয়ে সকল ধরা দেখার কথা বলা হয়েছে? | | | |
| ক দু চোখ দিয়ে | খ মনে চোখ দিয়ে | গ রূপাইয়ের চোখ দিয়ে | ঘ কালো চোখের তারা দিয়ে |
| ৩২। কবিতার কালো দাঁতের কালি দিয়ে কী লেখে? | | | |
| ক কেতাব কোরান | খ খাতা পত্র | গ চিঠি লেখে | ঘ মানপত্র লেখে |
| ৩৩। রূপাই কবিতার কে সব জয় করেছে? | | | |
| ক গায়ের চাষা | খ চাষিদের কালো ছেলে | গ বিজলি মেয়ে | ঘ কবি নিজে |
| ৩৪। 'রূপাই' কবিতায় কার 'গরব' এর কথা বলা হয়েছে? | | | |
| ক যে-জন সোনা বানায় | খ যে-জন ফসল ফলায় | গ যে-জন ধানের চারা তোলে | ঘ রূপাইয়ের |
| ৩৫। রূপাই কবিতার রং পেলে কী গড়তে পারে? | | | |
| ক তৈলচিত্র | খ বিশাল ছবি | গ রামধনুকের হার | ঘ সোনার হার |
| ৩৬। কে সবার মন ভুলায়? | | | |
| ক রূপাই | খ শাওন | গ সাহিনা | ঘ সাহিদা |
| ৩৭। 'রূপাই' কবিতার কে সবার বুক জুড়ায়? | | | |
| ক চাষি | খ চাষির ছেলে | গ আখড়ার লোক | ঘ বাদল- ধোয়া মেঘ |
| ৩৮। আখড়াতে কীসের লাঠি আছে? | | | |
| ক বেতের | খ কাঠের | গ বাঁশের | ঘ পিতলের |
| ৩৯। খেলার দলে কাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করে? | | | |
| ক রূপাইকে | খ গাঁয়ের ছেলেকে | গ যে সোনা বানায় | ঘ যে ধানের চারা বোনে |
| ৪০। 'রূপাই' কবিতায় মাঠের ধানের রং কেমন? | | | |
| ক রূপালি | খ সোনালি | গ কালো | ঘ হলুদ |
| ৪১। আখড়াতে অনেক মানী কী? | | | |
| ক হাতের লাঠি | খ বাঁশের লাঠি | গ বেতের লাঠি | ঘ কাঠের লাঠি |
| ৪২। 'রূপাই' কবিতার রূপার চেয়ে দামি কী? | | | |
| ক রূপাই | খ চাষি | গ আখড়া | ঘ রামধনুকের হার |
| ৪৩। এক কালে কার নামে গাঁ নামি হবে? | | | |
| ক জসীমউদ্দীনের | খ চাষিদের | গ রূপাইয়ের | ঘ আখড়ার লোকদের |
| ৪৪। রূপাই কবিতায় প্রধানত কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে? | | | |
| ক প্রকৃতির পটভূমিতে গ্রামীণ কৃষকের শৈল্পিক দিক | | খ রূপাইয়ের অবয়বের সৌন্দর্যের দিক | |
| গ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ক্ষেত্র প্রচারের দিক | | ঘ কৃষকের চাষাবাদের দক্ষতার দিক | |
| ৪৫। 'কালো দাঁতের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লিখি' -এ চরণটিতে 'কালো দাত? কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? | | | |
| ক ভাতরান্নার পাত্র বিশেষ | | খ লেখার কালি রাখার পত্র বিশেষ | |

৫৬। 'আখড়া' শব্দের অর্থ কী?

ক আড়ার স্থান

খ বাজার

গ আস্তানা

ঘ মেলা

৫৭। 'নবীন তৃণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক কচি পাতা

খ নতুন ঘাস

গ নতুন গাছ

ঘ কচি চারা

৫৮। 'শাওন' শব্দের অর্থ কী?

ক শ্রাবণ

খ সন্ধ্যা

গ সাগর

ঘ রাত

৫৯। 'কালো দাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক কালো রঙের দাঁত

খ ময়লা দাঁত

গ দোয়াত

ঘ বিষ দাঁত

৬০। 'গরব' শব্দের অর্থ কী?

ক গর্ব

খ হিংসা

গ নিন্দা

ঘ উপহাস

৬১। 'সিনান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক সূর্য

খ চন্দ্র

গ গোসল

ঘ সাঁতার

৬২। 'বৃন্দাবন' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক তীর্থস্থান

খ শাল বন

গ গভীর বন

ঘ পাহাড়ি বন

৬৩। 'উজল' বলতে বোঝায়—

র. উজ্জ্বল

রর. দীপ্তিমান

ররর. উৎফুল্ল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর

খ র ও ররর

গ র ও রর

ঘ রর ও ররর

৬৪। 'ভ্রমর' শব্দের অর্থ হচ্ছে—

র. মৌমাছি

রর. প্রজাপতি

ররর. মধুকর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র খ র ও রর

গ র ও ররর

ঘ র, রর ও ররর

৬৫। 'জালি' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—

র. কুমড়ো

রর. কচি

ররর. সদ্য অঙ্কুরিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর

খ রর ও ররর

গ র ও ররর

ঘ র, রর ও ররর

৬৬। রোদে পুড়ে কৃষকের শরীরের কী রং হয়?

ক কালো

খ শ্যামলা

গ ফর্সা

ঘ গৌরবর্ণ

৬৭। সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয় কীসে?

ক শ্রমিকের ঘামে

খ কৃষকের শ্রমে

গ বিদ্যা শিক্ষায়

ঘ মানবসেবায়

৬৮। 'রূপাই' কবিতায় পৃথিবীর সবকিছু কে জয় করেছে?

ক কালো কৃষক

খ রূপাই

গ আখড়ায় লোকজন

ঘ খেলার সাথিরা

৬৯। 'নব্বী কাঁথার মাঠ' কাহিনিকাব্য থেকে কোন কবিতা সংকলিত?

ক মুক্তিযোদ্ধা

খ রূপাই

গ আসমানি

ঘ কবর

৭০। সকল কাজে পারদর্শী কে?

ক গায়ের বুড়োরা

খ আখড়ার লাঠিয়াল

গ কালো কৃষক

ঘ খেলার দল

৭১। গ্রাম-বাংলার প্রকৃতিতে প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায়—

র. রঙিন ফুল

রর. কাঁচা ধানের পাতা

ররর. কালো ভ্রমর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক র ও রর

খ রর ও ররর

গ র ও ররর

ঘ র, রর ও ররর

৭২। পৃথিবীর সমস্ত কেতাব লেখা হয়—

র. কালো কালিতে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক র খ র ও রর

রর. নীল কালিতে

গ র ও ররর

ররর. লাল কালিতে

ঘ রর ও ররর